সেমিনার

আয়োজনে ঃ
হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ (ঐজচই)

বিষয় ঃ " আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বার ও বেঞ্চের ভূমিকা"

তারিখ ঃ ১৬.০৫.২০১৫ ইং, শনিবার, সকাল ১০ টা

স্থান ঃ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন অডিটরিয়াম, ঢাকা।

মূল প্রবন্ধ- ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী

আইনজীবী বন্ধুগন ও অতিথিবৃন্দঃ

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আইনের বিবর্তন এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে আইনের শাসন ধারনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ন এবং গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রেখেছে। মানবজাতির ইতিহাসে আইনের শাসন ব্যতীত সভ্যতা প্রতিষ্ঠা এবং এর বিকাশ কখনও সম্ভব হয়নি। দু'হাজার বছর পূর্বের এরিস্টটলের সুবিবেচিত বিখ্যাত উক্তি, "ঞযব জঁষব ড়ভ ষধি রং নবঃঃবৎ ঃযধহ ঃযধঃ ড়ভ ধহু রহফরারফঁধষচ আজও প্রতিটি পরতে পরতে প্রমান করে আধুনিক গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আইনের শাসনের কোনো বিকল্প নেই। সঠিক এবং কার্যকরী গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র অনিবার্যই নয় বরং একটি অতীব গুরুত্বপুর্ন সময়ের দাবী।

প্রফেসর এ. ভি. ডাইসি তার "ওহঃৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় ঃযব ঝঃঁফু ড়ভ ঃযব খধি ড়ভ ঃযব ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হচ বইয়ে আইনের শাসনের স্বজনবিদিত মূল প্রতিপাদ্য সঙ্কলিত করেছেন যা হলো - সকলেই আইনের চোখে সমান, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয় এবং আদালতে প্রমানিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে সাজা দেয়া যাবে না। আইনের শাসন আমাদের সংবিধানের মূল কাঠামোর অন্যতম একটি উপাদান। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং সংবিধানের মুখবন্ধে আইনের শাসন শুধু মাত্র ব্যক্ত করাই হয়নি বরং সংবিধানে এর প্রতিটি তত্ত্ব মৌলিক অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

সভ্যতার ইতিহাসে শাসক কর্তৃক একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবনতা রোধ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বিচার বিভাগ। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং মাজদার হোসেন মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া সত্ত্বেও আজও বিভিন্ন উপায়ে পদে পদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে এবং এর বাস্তব সুফল হতে নাগরিকগন বঞ্চিত হচ্ছেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী, কার্যকর, স্বচ্ছ বিবেক সম্পন্ন, নির্ভীক এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা সবচেয়ে জরুরী।

বেঞ্চ এবং বার বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে অপরের পরিপূরক। বিচার বিভাগের মূল সহযোগী হিসেবে কার্যকর বারের কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশে বেঞ্চ ও বারের সম্পর্কের ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের এবং স্বগৌরবে মহিমান্বিত। বেঞ্চ ও বারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ দেশের শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বিচার বিভাগ অনন্য ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেঞ্চ এবং বারের সমন্বয়হীনতা সুস্পষ্ট এবং দিনে দিনে তা প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতার ঘাটতি, শ্রদ্ধাবোধের অভাব, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বেঞ্চ এবং বারের মধ্যে যেন একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরী করছে। অচিরেই এ সম্পর্ক উন্নয়নে সুচিন্তিত কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া হলে, বেঞ্চ এবং বারের আগামী প্রজন্মের সদস্যগণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা এবং নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পরবে এবং গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিপন্ন হবে।

বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও বার আজ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার গৌরবান্বিত ভূমিকার কথা ভুলতে বসেছে। আইনজীবীরা যেন আজ আকর্ষনীয় পেশায় নিয়োজিত থাকাকেই তাদের একমাত্র দ্বায়িত্ব বলে মনে করছে এবং বার যেন আইনজীবী মহলের স্বার্থ রক্ষাই তাদের একমাত্র কাজ হিসেবে বিবেচনা করছে। আইনজীবীরা শুধুমাত্র পেশাজীবীই নন আইনজীবীদের সবপ্রথম পরিচয় তারা ঙভভরপবৎং ড়ভ ঃযব ঈড়ঁৎঃ এবং একই সাথে বার হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার অভিভাবক। সময় এসেছে আত্ম উপলব্ধির - আমরা আমদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিজ নিজ দ্বায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পদে পদে বাধাগ্রস্থ হবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে বেঞ্চ এবং বারের মধ্যে অচিরেই তার সুদীর্ঘ এতিহাসিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত প্রস্তাব সমূহ উপস্থান করা হলো ঃ

১. আইনজীবী এবং বিচারকদের পেশাগত মান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইন শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে বার কাউন্সিলের ভুমিকা জোরালো করা এবং সুপ্রিম কোর্ট এর পক্ষ থেকে বার কাউন্সিলকে এ বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ দিলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে যা অদূর ভবিষ্যতে শক্তিশালী বেঞ্চ এবং বার গঠনে ভুমিকা রাখবে।

২. বেঞ্চ এবং বারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বার এসোসিয়েশনে নিয়মিত এবং অব্যাহতভাবে আইন বিষয়ক সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন ।

৩. বেঞ্চ এবং বারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বার এসোসিয়েশনে নিয়মিত (ন্যূনতম বছরে এক দিন) অনূর্ধ পাচ বছর পর্যন্ত আইন পেশায় নিয়োজিত নবীন আইনজীবীদের বাধ্যতামূলক এবং অন্য আইনজীবীদের ঐচ্ছিক আইন এবং পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৪. যেহেতু আইনজীবীগন সরাসরি নাগরিকদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, সেহেতু আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীদের বিচারকার্য ব্যতীত অন্যান্য বাস্তবিক সমস্যা শুনার জন্য ন্যূনতম মাসে একবার প্রতিটি এলাকার সংশ্লিষ্ট আদালতের সিনিয়র বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল এবং সংশিষ্ট বারের নেতৃবৃন্দ সহ সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্যে একটি সমন্বয় সভা করা এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত তদারকি করা।

৫. সৌহার্দপূর্ন সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেঞ্চ এবং বার উভয়ের পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীল আচরণে উদ্যোগী হওয়া এবং নিয়মিত গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে উভয়ের মধ্যে যে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তা দূর করার জন্যে উপযুক্ত পথ বের করা প্রয়োজন।

৬. আদালতে বিচারপ্রার্থীগন নিয়মিত ভোগান্তির শিকার হন যা বর্তমানে একটি মহামারিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এ থেকে উত্তরনের জন্য আদালত ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। অচিরেই প্রতিটি জেলা আদালতে বেঞ্চ এবং বারের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে নিয়মিতভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৭. আদালতের অভ্যন্তরে এবং আদালত প্রাঙ্গনে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিহার। বিচারক ও বিচারাধীন বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সকল আইনজীবী বিশেষ করে রাজনীতিতে জড়িত আইনজীবীদের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়।

৮. আদালতের মান মর্যাদা রক্ষায় আইনজীবীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সার্বক্ষনিক সতর্ক ভূমিকা পালন করা বাঞ্চনীয়।

৯. আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের কর্মকান্ডের উপর কার্যকর কোন তদারকি নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের খামখেয়ালি ও দৌরাত্ম্য, আইনজীবী এমনকি বিচারকদেরকেও দুর্ভোগে ফেলছে এবং বিচারপ্রার্থীগন চরমভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে কার্যকরভাবে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনজীবী অথবা বিচারপ্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা শুনার জন্য প্রতিটি জেলা আদালতে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা।

১০. অউজ কে কার্যকর করার লক্ষ্যে বেঞ্চ এবং বারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বার এসোসিয়েশনে নিয়মিত অউজ বিষয়ক সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন।

১১. যথাযথ কারণ প্রদানে ব্যর্থ হলে অপ্রয়োজনীয় সিভিল মামলা দায়েরের প্রবণতা পরিহারে বাধ্য করার লক্ষ্যে প্রতিটি মামলার রায়ে বিজিত পক্ষের উপর জয়ী পক্ষের সমুদয় মামলার খরচ প্রদানে বাধ্য করা।

১২. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রত্যেক আইনজীবীকে সংশ্লিষ্ট বারের মাধ্যমে ঢ়ৎড় নড়হড় কাজে উৎসাহিত করা ।

একটি বিষয় অনস্বীকার্য, যে কারণেই হোক আজ বেঞ্চ এবং বারের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে যা দিনের মত পরিষ্কার, কিন্তু সকলেই সচেতনভাবে এড়িয়ে চলছে যেন কিছুই হয়নি। এই প্রবণতা অদূর ভবিষ্যতে কোনো মঙ্গল বয়ে আনবেনা। যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রমানিত প্রতিটি দেশের বেঞ্চ এবং বারের আপোষহীন যৌথ প্রয়াসে গনতন্ত্রের ধারা সুসংহত করে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করে এখনি সময় বিষয়টিকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বেঞ্চ ও বারের যৌথ উদ্যোগে সুবিবেচিত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

সকলকে ধন্যবাদ ।